দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 SEP 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

রওনক রনো

অবশেষে বন্ধ হয়ে গেল কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। ঘটনার শুরু গত ২০ আগস্ট। শহীদ নাজমুল আহসান হলের ১টি সিট দখলকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের নেতৃত্বাধীন বাকসু'র সহ-সভাপতি শাহাদত হোসেন চঞ্চল ও ছাত্রদল বাকৃবি শাখার জিএস ও বাকসু জিএস শামসুল আলম তোফার সমর্থক ছাত্রদল কর্মীরা দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে দখল করে নেয় দু'টি হল। চঞ্চল গ্রুপ অবস্থান নেয় শহীদ নাজমুল আহসান হলে। তোফা গ্রুপ শহীদ শামসুল হক হলে। চলতে থাকে দিনরাত অবিশ্রান্ত গালাগালি আর গোলাগুলি। রাতভর থেকে থেকে কাটা রাইফেলের গুলির শব্দে হারাম হয়ে যায় দু'টি হলের ছাত্রদের ঘুম। রাতে নিষ্প্রদীপ মহড়ার কারণে সাধারণ ছাত্রদের সন্ধ্যার আগেই ঢুকে পড়তে হয় নিজ নিজ হলে। বেশি রাতে প্রবেশ ছিল নিষেধ। প্রশাসনের সক্রিয় হস্তক্ষেপেও কোন সুরাহা না হলে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এ অবস্থায় গত ২৩ আগস্ট ভোরে শত শত পুলিশ প্রায় ন'জন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে হল দু'টি ঘেরাও করে এবং তল্লাশি চালায়। শহীদ নাজমুল আহসান হল থেকে উদ্ধার হয় ৩টি আগ্নেয়াস্ত্রসহ অর্ধশতাধিক রাউন্ড গুলি। গ্রেফতার করা হয় ভিপি চঞ্চলসহ ৬ জন ছাত্রদল কর্মীকে। কিন্তু অন্য হলটি থেকে পুলিশ ফেরে খালি হাতে। পরিস্থিতির কোন উন্নতি না হয়ে ঘটে অবনতি। তল্লাশি শেষে পুলিশ চলে যাবার পর পরই দু' রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায় এবং চঞ্চল সমর্থক গ্রুপ ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক শামীমুর রহমান শামীমের নেতৃত্বে দখল করে নেয় শামসুল হক হল। তোফা গ্রুপ অবস্থান নেয় পার্শ্ববর্তী আশরাফুল হক হলে। ক্যাডারদের নিরাপত্তাজনিত কারণে বন্ধ হয়ে যায় শামসুল হক হলের সামনের-পিছনের দুটো মূল ফটক। ফলে সাধারণ ছাত্ররা হয়ে পড়ে সম্পূর্ণ অবরুদ্ধ। প্রশাসন নিরুপায়। আবার পুলিশ আসে, আবার চলে তল্লাশি। এবার শামীমসহ গ্রেফতার হয় আরও ৪ জন। এদিকে ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে সংঘর্ষে লিপ্ত ছাত্রদলের কর্মীদের মাঝ থেকে গ্রেফতার হন ছাত্রদল বাকৃবি শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক ও বাকসু মিলনায়তন সম্পাদক রেজাউল করিম হাসু। ক্যাম্পাসে গঠিত হয় চঞ্চল-হাসু মুক্তি পরিষদ। শুরু হয় লাগাতার হরতাল। চঞ্চল গ্রুপ থেকে প্রশাসনের নিরপেক্ষতার ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়। এরপর একমাত্র আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস বলে পরিচিত শাহজালাল হলে পুলিশ পুনরায় তল্লাশি চালায়। কিন্তু গ্রুপের দু'জন বাকসু সাংস্কৃতিক সম্পাদক শাহজাহান তুহিন ও সহক্রীড়া সম্পাদক খালিদ গ্রেফতার হলেও অদৃশ্য কারণে অথবা ভাগ্যগুণে বাকসু জিএস শামসুল আলম তোফা আবারও গ্রেফতার এড়িয়ে যেতে সক্ষম হন। এতসব গ্রেফতার ও ক্যাম্পাসে প্রবল পুলিশী উপস্থিতির পরও ফিরে আসেনি স্বাভাবিক অবস্থা বা পড়াশুনার পরিবেশ। চঞ্চল-হাসু মুক্তি পরিষদ ডাকে বিরতিহীন হরতাল। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ নয়, অথচ বন্ধ। ক্লাস-প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে এক ভীতিমিশ্রিত স্থবিরতা। ছাত্রছাত্রীরা হাঁপিয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। সর্বশেষ ঘোষিত ৪, ৫, ৬ সেপ্টেম্বর ৭২ ঘণ্টার হরতালের প্রথম দিন কিছু ছাত্রছাত্রী ক্লাসে এলে চঞ্চল-হাসু মুক্তি পরিষদ থেকে তাদের তিরস্কার ও ভীতি প্রদর্শন করা হয় বলে তারা জানায়। ফলে পরবর্তী দু'দিন কোন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়নি। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রী ব্যাগ গুছিয়ে বাড়ি চলে যেতে থাকে। শিক্ষকদের বাসগুলো চললেও ছাত্রদের বাস সার্ভিস বন্ধ থাকে। ফলে শহর থেকে আসা ছাত্র-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুনতে হয় বাড়তি রিক্সা ভাড়া। ৯টি হলের ৬টিরই এখন ডাইনিং-ক্যান্টিন বন্ধ। ফলে ফাইনাল শুরু হতে যাওয়া বিভিন্ন বর্ষের ছাত্ররা ভোগ করতে থাকে অবর্ণনীয় খাওয়ার কষ্ট। এত কিছুর পরও প্রশাসন বলতে থাকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক। অন্যদিকে চঞ্চলের মুক্তির দাবিতে মিছিল করতে গিয়ে গ্রেফতার হন শহর ছাত্রদল নেতা সালাউদ্দীন তিতু। চঞ্চল-হাসু মুক্তি পরিষদ এখন হয়েছে চঞ্চল-তিতু-হাসু মুক্তি পরিষদ। পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রেফতারকৃত নেতাদের মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত হরতাল-আন্দোলন চলতেই থাকবে।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

অবশেষে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে গেল। বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো কর্তৃপক্ষ। এখন প্রশ্ন— কতদিন এ অবস্থা চলবে? দেশের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কি এভাবেই চলবে? একটি ছাত্র সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে কি হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যত হয়ে থাকবে অনিশ্চিত?